বিমল মিত্র
রচিত

স্ত্রী

চিত্রনাট্য-পরিচালনা
সলিল দত্ত
সঙ্গীত. নচিকেতা ঘোষ

বেবী জন প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

বিমল মিত্রের
কাহিনী অবলম্বনে

স্ত্রী

কাহিনী বিন্যাস, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা
সলিল দত্ত

প্রযোজনা : প্রদ্যোৎ কুমার বসু। সংগীত : নচিকেতা ঘোষ। সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ! গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়! নৃত্য-পরিকল্পনা : প্রভাত ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী। প্রধান কর্মসচিব : সন্দীপ পাল। শব্দ গ্রহণ : নৃপেন পাল। অতিরিক্ত শব্দ গ্রহণে : অতুল চ্যাটার্জী, সোমেন চ্যাটার্জী, বলরাম বারুই। রূপসজ্জা : বসির আমেদ! পটশিল্প : রাম চন্দ্র সিঙ্কে। কেশ বিন্যাস : নীলা বিউটি পারলার। আলোক সজ্জা : মিলি ইলেকট্রিক। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যাম সুন্দর ঘোষ। প্রচার অঙ্কন : নির্মল রায় (ডিজাইন). এস্ স্কোয়ার, রতন বরাট, মনোজ বিশ্বাস, এ, কে, কনসার্ন, ভবানীপুর লাইট হাউস। স্থির চিত্র-গ্রহন : তরুন গুপ্ত (পিক্স্ ষ্টুডিও)। প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত। প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীপঞ্চানন।

● কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে ●

সহকারীবৃন্দ :— পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত গুহ ঠাকুরতা। সংগীতে : ভি. বালসারা, দেবীরঞ্জন ব্যানার্জী। চিত্র গ্রহণে : পঙ্কজ দাস, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য। সম্পাদনায় : জয়দেব দাস শিল্পনির্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল। শব্দ গ্রহণে : অনিল নন্দন, অনিল ঘোষ, শঙ্কর দাস। সাজ সজ্জায় : কার্তিক লেঙ্কা। রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম শর্মা। ব্যবস্থাপনায় : সুরেন দাস। সহ-ব্যবস্থাপনায় : তিনু বণিক, বিজয় দাস, সতীশ দাস, ভগীরথ চক্রবর্তী। আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস, বেণু দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং। সংগীত গ্রহণ ও শব্দ পুর্নযোজনায় : জ্যোতি চ্যাট্যার্জী, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ। পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, ফণীভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, অবনী মজুমদার, রবীন ব্যানার্জী, পঞ্চানন ঘোষ, কানাই ব্যানার্জী, অমলেন্দু মণ্ডল, বীরেন দাস। প্রচারে : অধ্যাপক শান্তিময় কারফর্মা, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, নিকুঞ্জ কিশোর বসু।

রূপায়ণে — উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য্য এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী, তরুণকুমার, পারিজাত বসু, শঙ্কর ঘোষ, সুব্রত সেনশর্মা, মণি শ্রীমানী, অমরনাথ মুখার্জী, রসরাস চক্রবর্তী, অজয় ব্যানার্জী, অশোক মিত্র, রবীন চ্যাটার্জী, রঞ্জিত চক্রবর্তী, সুহাস ধর, অরুণ পাল, জ্যাম বড়ুয়া। সুলতা চৌধুরী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, কল্যাণী ঘোষ, নবাগতা কাকলি রায়, ঝুমা মুখার্জী, মিস্ পলিন, প্রভাতী পালচৌধুরী, শুক্লা ঘোষ, সুলেখা রায়, রীতা রায়, বকুল ব্যানার্জী, মঞ্জুশ্রী বসু, মিস্ ডায়াস্, মিস্ আলেকজাণ্ডার, মাঃ অরিন্দম, মাঃ তপন, মাঃ মলয় চক্রবর্তী, মাঃ অতন গুপ্ত, মাঃ সৌমিত্র, রমেশ মুখার্জী, সুশীল চক্রবর্তী, রঞ্জিত বসু, পার্বতী ভট্টাচার্য্য, স্বপন ভট্টাচার্য্য, বিজয় বসু, হাসি মজুমদার, নিমাই দত্ত, অসীমকুমার বর্মণ, রবীন মজুমদার, অনিলকুমার রায়, শরৎচন্দ্র রায়, স্বপনকুমার রায়, সুজিতকুমার রায়, সুনীল বাগচী, রনজিৎ দাস, শ্যামসুন্দর দাস, তিনকড়ি গোস্বামী, জগবন্ধু পাল, বটু গাঙ্গুলী, পিন্টু দাস, পুন্টি লাল মোহন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এ্যাসোসিয়েটেড্, ইন্দম প্রাঃ লিঃ, সিলেক্ট স্টোর্স, জে, পি, মিত্র, শঙ্কর রায়, সুনীল সেন (ভ্যারাইটি অফ বার্ড্স এম্পেরিয়ম), বেভিউ হোটেল (পুরী) বিমল সেন, সত্যেন দাস, মোহন দাঁ, সুধাংশু মিত্র, সীতা পাণ্ডে (পুরী), পঙ্কজ কুমার দত্ত, চারু চিত্র।

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং
আর, বি, মেহতা কর্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরিজে পরিস্ফুটিত।

● বিশ্বপরিবেশনা : এস, বি, ফিল্মস্, ১৫, প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ●

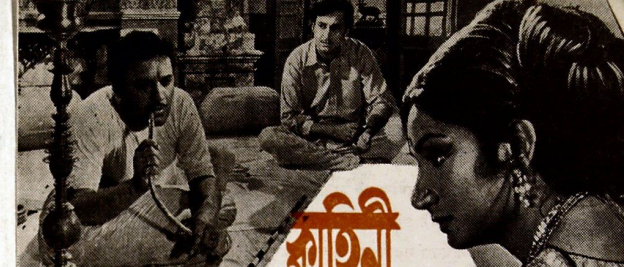

কাহিনী

এ-এক অন্য যুগের গল্প। সে এমন এক যুগ যখন সামন্ততন্ত্র পুরোপুরি চলে যায় নি, আবার গণতন্ত্রও সমাজের বুকে শেকড় গজাতে পারেনি। তখনও বাবু-সমাজের কিছু কিছু চল রয়েছে। যে বাবু-সমাজ ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকে দু হাতে টাকা উড়িয়ে নারী, সুরা আর সঙ্গীতের মধ্যে নিজেদের পরিত্রাণ খুঁজেছে, তখন তাদের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। মুষ্টিমেয় যে-কজন বাবু তখনও কলকাতার বুকে টিম্ টিম্ করে বিরাজ করছে ফড়েপুকুরের মাধব দত্ত তাদের মধ্যে একজন। মাধব দত্ত রাতটা বাইরে কাটান আর শেষ রাত্রে বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে পড়েন। তার ঘুম ভাঙে বিকেল চারটের সময়, তখন তার মুখের কাছে হুইস্কির বোতল আর চায়ের কাপ তৈরী রাখতে হয়। নইলে মাধব দত্তের মেজাজ একবার যদি বিগড়ে যায় তাহলে হুলস্থূল পড়ে যাবে দত্ত বাড়িতে। তখন আর কারো রেহাই থাকবে না। উঠেই তিনি শিব পূজা করবেন। একে মদের নেশা তার উপর শিব ভক্তি—দুয়ে মিলে সে এক এলাহি ব্যাপার।

ততক্ষনে তার বৈঠকখানার আসরে পরিষদবর্গ এসে জুটেছে। তারা মাধব দত্তকে সন্ধান দেবে নতুন-নতুন মজার, নতুন-নতুন ফূর্তির, মাধব দত্তের কাছে মজা আর ফূর্তির উপকরণ বলতে একটাই। সেটা হচ্ছে নারী। রোজ রাত্রে চাই নতুন-নতুন নারী।

এদের সঙ্গে আর একদল আসরে বসে থাকতো তারা হলো উকিল, এ্যাটর্নী, ব্যারিষ্টার, সরকারের দল। তারা কেউ দলিলে সই করাবে, কেউ বাড়ী বেচার খবর দেবে, কেউবা দালালীর উমেদার, আবার কেউ বা হিসাব দাখিল করবে।

আসলে মোসাহেবদের সঙ্গে এদের কোন তফাৎ নেই। অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠবার আগে যতগুলো লক্ষণ দেখা দেয়, তার সবগুলো লক্ষণই ছিল মাধব দত্তের চরিত্রে। ঠিক এই অবস্থায় এই আসরে আর একজন এসে যোগ

দিল তার নাম সীতাপতি। সীতাপতি ছিল ক্যামেরাম্যান, তার কাজ হলো মাধব দত্তের নৈশ বিহারের বিচিত্র সব ছবি তোলা। কিন্তু সীতাপতির মনের বাসনা ছিল আলাদা। মাধব দত্ত কতদিকে কত পয়সা উড়াচ্ছেন, তিনি যদি দয়া করে তাকে একটা ফটোগ্রাফির দোকান করে দেন এই বাসনা। সেই একটা বাসনা মনে পুষে রেখেই সীতাপতি প্রতিদিন মাধব দত্তের মোসাহেবদের সাথে পাড়ি দেয় কখনও চন্দননগর, কখনও বরানগর, কখনও খড়দহ আবার কখনও বা চুঁচুড়ায়।

কিন্তু ব্যতিক্রম হলো একদিন—সেই দিনই প্রথম মাধব দত্তের অন্দর মহল থেকে ডাক এলো তার। আর সেই দিন থেকেই সীতাপতির জীবনের দিকযন্ত্রটা উল্টোদিকে ঘুরে গেল। সীতাপতির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু একাকার হয়ে গেল, ওই অন্দর মহলের এক অদৃশ্য বন্ধনের সূত্রে। কারণ অন্দর মহলের অসূর্যম্পর্শা যিনি তিনি আর কেউ নন, তিনি মাধব দত্তের অগ্নি সাক্ষী রেখে বিয়ে করা স্ত্রী মৃন্ময়ী-এ গল্পের নায়িকা।

সীতাপতির আদি বাসনা ছিল ক্যামেরার দোকান করা। কিন্তু সেদিন থেকে সীতাপতি সেই মৃন্ময়ীর দু'চোখের মধ্যে নিজের সর্ব্বনাশ দেখতে পেলো, সেদিন থেকেই তার নিজেরও সর্ব্বনাশ সুরু হলো। শুধু তার সর্ব্বনাশই নয়, মাধব দত্ত, মৃন্ময়ী, আর বলতে গেলে কলকাতার তাবৎ সামন্ততান্ত্রিক বাবু, সমাজেরই সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে এলো। তারপর? তারপরের ঘটনা রূপালী পর্দায় দেখে আপনি রোমাঞ্চিত হবেন।

কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী ঃ হেমন্ত মুখার্জী

খিড়কী থেকে সিংহ দুয়ার
এই তোমাদের পৃথিবী
এর বাইরে জগৎ আছে
তোমরা মানোনা
তোমাদের কোনটা হাসি কোনটা বাথা
কোনটা প্রলাপ কোনটা কথা
তোমরা নিজেই জানো না।

তোমরা পায়রা ওড়াও বাজী পোড়াও
কপালে আগুন দিয়ে মনও পোড়াও
তোমাদের কোনটা বাসর কোনটা হারেম
কোনটা নেশা কোনটা যে প্রেম
তোমরা নিজেই জানো না ॥

জানলার ঝিলমিলিটার পাখী তুলে
তোমরা তাকাও শুধুই চোখের ভুলে
তোমাদের কোনটা আসল কোনটা নকল
কোনটা শুধু জবর দখল
তোমরা নিজেই জানোনা ॥

কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্পী ঃ হেমন্ত মুখার্জী

সাক্ষী থাকুক ঝরাপাতা
আকাশ বাতাস সাক্ষী থাকুক
সাক্ষী থাকুক বনলতা

সুন্দর এই বিচ্ছেদ ওরা
পাথরের বুকে লিখে রাখুক ॥

বেজে ছিল বীণা তার ছিঁড়ে গেল
বসন্ত এসে একা ফিরে গেল

আমাদের ব্যথা প্রতিধ্বনিতে
স্মৃতি হয়ে পিছু ডাকুক ॥

এইখানে এসে বহুদিন পরে
এই শিলালিপি যদি কেউ পড়ে

সম বেদনার একটু অশ্রু
তার দুটি চোখ ঢাকুক ॥

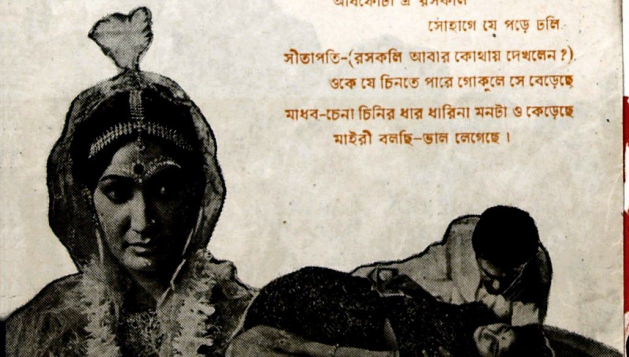

কথা ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী ঃ মান্না দে ও হেমন্ত মুখার্জী

সীতাপতি–সখি কালো আমার ভাল লাগেনা
ওর ভেতর কালো বাইরে কালো
ও যে কলঙ্কেতে কালো
তাইতো ওকে ভাল লাগেনা

মাধব–ও-সে যতই কালো হোক
আমার ভাল লেগেছে
তার পটল চেরা চক্ষু দিয়ে
চারু মেরেছে

হোক না তার কালো বরণ
জানে ওযে বশীকরণ
সীতাপতি–ঐ কেলে ছুঁড়ী (থু,ড়ি থু,ড়ি)
মাধব–ঐ সুন্দরী আমায় ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে

সীতাপতি– মুখে ওর ঘোমটা আছে
এদিকে আবার খেমটা নাচে
বিধবার রঙ্গ ভারি
কেলে সাপ অঙ্গ তারি
ছোবল মেরেছে

মাধব–তোমরা যা খুশি তাই বলো
আমার ভাল লেগেছে
আধফোটা ঐ রসকলি
সোহাগে যে পড়ে ঢলি

সীতাপতি-(রসকলি আবার কোথায় দেখলেন ?)
ওকে যে চিনতে পারে গোকুলে সে বেড়েছে
মাধব-চেনা চিনির ধার ধারিনা মনটা ও কেড়েছে
মাইরী বলছি–ভাল লেগেছে।

কথা ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী ঃ মান্না দে

যেমন সাপিনীকে পোষ মানায় ওঝা
তেমনি ভালবাসাকে পোষ মানায় এই রাজা
ভালবাসা তার প্রজা

কখন গন্ধ শুঁকে বলবো আহা
খোস মেজাজের টানে
বেচারা ফুলগুলো সব তাকিয়ে আছে
আমার মুখের পানে

অত সহজে ত' মনে রেখো
যায়না আমায় বোঝা ॥

আমার কাছে ভালবাসা নয়কো শাহাজাদী
আমার হারেমে সে পর্দানসীন
মাইনে করা বাঁদী

সার্কাসেরই সিংহ হয়ে
প্রেম যে দেখায় খেলা
(ও সে) আমার কথায় ওঠে বসে
এমনি মারের ঠেলা

করি চাবুক মেরে ভালবাসার
শির দাঁড়াটা সোজা ॥

কথা ঃ গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
শিল্পী ঃ হেমন্ত মুখার্জী ও মান্না দে

হাজার টাকার ঝাড় বাতিটা
রাতটাকে যে দিন করেছে
তারই নীচে বাইজী নাচে
ঠুমরী গানের টুক্‌রো ছুঁড়ে
তবলচিটা দিচ্ছে ঠেকা
সারেঙ্গীটা সুর ধরেছে
পিচ্‌কিরিটা ঢালছে আতর
ধূপের ধোঁয়া যাচ্ছে উড়ে ॥

পরোয়া তো নেই দু'দশলাখ
হয় যদি হোক দেনা
একটি রাতের মেজাজটা হোক
অনেক টাকায় কেনা

আঙ্গুর ফুলের রঙীন রসে পান পেয়ালা ঐ ভরেছে
স্বপ্নে দুচোখ জড়িয়ে আসুক সুরভি আর সুরায় সুরে ॥
তোমরা যে টাকাটা মারছ ছুঁড়ে 'শোভান আল্লা' দিয়ে
সেই টাকাটাই পড়তো যদি একটু ঘুরে গিয়ে
বেঁচে যেত হয়তো কারোর কঠোর জঠোর জ্বালা
খুলে যেত বন্ধ দ্বারের অন্ধকারের তালা
অনাহারের শীতে কেঁপে যে গাছেরেই ডাল মরেছে
হয়তো বাঁচার আশা জাগতো শেকড় ফুঁড়ে ॥

শেকড় ফুঁড়ে গাছের মত আগাছাও তো হয়
মেজাজটাই তো আসল রাজা আমি রাজা নয়
তোমরা কেন এত বোকা সেই কথাটাই ভাবি
আমার হীরের আংটি না পেলে ওর
জ্বলতো কি ওই নাকছাবি ॥

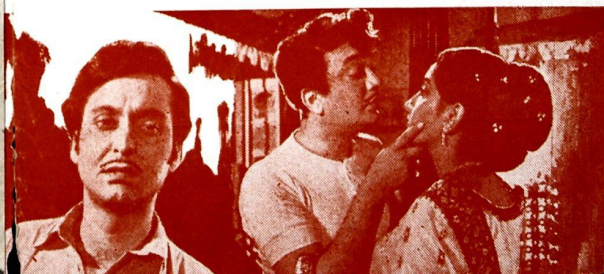

এস, বি, ফিল্মস্ এর প্রচার দপ্তর থেকে প্রচার সচিব নিতাই দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মুদ্রণে : প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩/বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

● পরিকল্পনা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা : শ্রীপঞ্চানন ●